দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 8 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি কোটি টাকা লোপাট

ছয় শীর্ষ কর্মকর্তার জড়িত থাকার অভিযোগ

॥ আবুল খায়ের ॥

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদোন্নতি, টেন্ডারবাজি, কেনাকাটা ও সংস্কারের নামে গত পাঁচ বছরের পুকুরচুরির ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনার সঙ্গে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শীর্ষ কর্মকর্তা সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এক শীর্ষ কর্মকর্তা পাঁচ বছরে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবার নিয়ন্ত্রিত সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তিনি কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। শতাধিক অধ্যাপক ও জুনিয়ার ডাক্তার কর্মকর্তা-কর্মচারী ছয় শীর্ষ কর্মকর্তার দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব অপকর্মের প্রতিকার না হওয়ায় চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা এখনো বহাল তবিয়তে থেকে দাপট দেখিয়ে চলছেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে তালিকায় সন্দেহভাজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের একজন হলেন উক্ত ছয় শীর্ষ কর্মকর্তার একজন। অথচ তিনি সরকারি সভা-সেমিনারে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করায় এই চিকিৎসক নেতার খুঁটির জোর কোথায় তা নিয়ে চিকিৎসক সমাজকে ভাবিয়ে তুলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, নারী নির্যাতনকারী একব্যক্তিকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক মন্ত্রীর বাসার নিচতলায় এক তরুণীকে চাকরি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একমাস যাবৎ পাশবিক নির্যাতন করে উক্ত সেকশন অফিসার। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক এম এ হাদি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে যোগদান করার পর থেকে শুরু হয় পরিবারতন্ত্রের দুর্নীতির সিন্ডিকেট। লাইব্রেরী সংস্কার করার নামে এক ঠিকাদার দরপত্র পাওয়ার জন্য শীর্ষ কর্মকর্তাকে দেড় লাখ টাকা উৎকোচ প্রদান করেন। ইনটেনসিভ কেয়ার ও কার্ডিয়াক সার্জারি ইউনিট নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করার নামে মোটা অংকের টাকা ছয় শীর্ষ কর্মকর্তা আত্মসাৎ করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। ইউজিসি কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার নামে গ্রহণকৃত অর্থ ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিলেও বাৎসরিক সংস্কারের নামে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে (৪র্থ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

গত বছরের প্রায় এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই টাকা চার শীর্ষ কর্মকর্তা, এক নির্বাহী প্রকৌশলী ও দুইজন উপসহকারী প্রকৌশলীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। ক্যাথল্যাবমেশিন ক্রয়ের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ এক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক এসাইনমেন্ট অফিসার ডা. ফিরোজ মাহমুদ ইকবালসহ কয়েকজন আত্মসাৎ করেন। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অটোহ্যানটিং মেশিন বসানোর নামে ৫৭ লাখ টাকা এক শীর্ষ কর্মকর্তা আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ৯ জন গাইনী, মেডিসিন বিভাগসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিম্নে ৫ লাখ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেকের নিকট থেকে উৎকোচ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শীর্ষ কর্মকর্তারা গ্রহণ করেন। তিনজন সেকশন অফিসার নিয়োগের জন্য প্রত্যেকে পাঁচ লাখ টাকা করে এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে উৎকোচ দেয়ার তথ্য পাওয়া যায়। চাহিদার তিনগুণ বেশি মেডিক্যাল অফিসার গত পাঁচ বছরে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রত্যেক নিয়োগে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দুই লাখ টাকা করে উৎকোচ শীর্ষ কর্মকর্তারা গ্রহণ করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। গাড়ি ভাংচুরের কারণ দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। পরিবহন পুলের গাড়ি মেরামত ও তেলের ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার ও কর্মকর্তাগণ দলীয় লোক হলেও বেশিরভাগ উৎকোচ দিয়ে নিয়োগ পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এক নির্বাহী প্রকৌশলী, চার ডেপুটি রেজিস্ট্রার, উপ-পরিচালক, সহকারি সুপার, সহকারি লাইব্রেরিয়ান, সহকারি রেজিস্ট্রার, সহকারি পরিচালক ও সহকারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ মোট ১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম করা হয়েছে। এত জনবলের প্রয়োজন নেই বলেও কয়েক কর্মকর্তা জানান।

ভিসির পদ থেকে পদত্যাগ করে অধ্যাপক এম এ হাদি গফরগাঁও জেলার নিজ এলাকায় গত ২২ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি নিজ এলাকার সিংহভাগ লোক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দিয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহারকারিদের মধ্যে তিনি সেখানে শীর্ষ স্থানে ছিলেন। যোগ্য আর অযোগ্য হউক দলীয় ডাক্তার ব্যতীত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে সাধারণ নিষ্ঠাবান যোগ্য ডাক্তারদের ভাগ্যে পদোন্নতি মিলেনি। অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা দ্বারাই এখন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা দাবি করেন।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত দুই শীর্ষ কর্মকর্তা এই সকল দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।